দৈনিক খবর 004

তারিখ ...02 JUN 1986...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 3 ...

02 JUN 1986

আমজাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কি অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাবে?

মিরশরাই, (চট্টগ্রাম), ৩১শে মে (সংবাদদাতা)।— আমজাদিয়া স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম জেলার মিরশরাই উপজেলার অলিনগর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে এই স্কুলটি অবস্থিত। বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাকালীন সময় হতে এই স্কুলটিকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে অতিক্রান্ত হতে হচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ স্কুলের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিতে পারেননি।

একদিকে সরকার গণমুখী শিক্ষা ব্যাস্থা চালু করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন অন্যদিকে সংস্কার ও পুনঃসংস্কারের অভাবে বহু প্রতিষ্ঠিত স্কুল ধ্বংস হতে চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার ফলেই আজ এ অবস্থার জন্য দায়ী নয় কি? এ অবস্থার জন্য আগামী দিনের নাগরিকরা কাকে দায়ী করবেন? নিশ্চীয়ই বর্তমান সরকার তথা অত্র উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই এর জন্য দায়ী হয়ে থাকবেন।

বহুদিন পূর্বে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ স্কুলটির বিভিন্ন দুরবস্থার সংবাদ ছাপানোর পর সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ স্কুলটি সরেজমিনে তদন্ত করে এর প্রতিকারের, কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বরং নানা টাল বাহানার মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করা হচ্ছে মাত্র।

উল্লেখ্য, বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্কুলের উত্তর পার্শ্বস্থ কাঁচা ঘরটি পুড়িয়ে দেয়ার ফলে আসবাবপত্রসহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন স্কুলের জন্য টিন ও পুনঃনির্মাণের জন্যে অনুদান দেয়া হলেও এ স্কুলের ভাগ্যে কিছুই জুটেনি।

আগে যে পাকা ঘরটি স্কুলের লাইব্রেরী ও শিক্ষক বসিবার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হতো বর্তমানে তা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আগুন লাগানোর ফলে এ স্কুলটির ছাদে ফাটল ধরায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে এবং বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যার ফলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে ছেলে-মেয়েদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এ স্কুলটির একটি স্বল্প পরিসর খেলার মাঠ রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকায় স্কুল চলাকালীন সময় গরু-ছাগল এবং এলাকার জন সাধারণ স্কুলের বারান্দা দিয়ে চলা ফেরা করে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া শুনার দারুণ ব্যঘাত ঘটে। স্কুল ঘরে স্থানাভাবে এলাকার গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা চিরতরে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশপ্রেমিক নাগরিক তথা মহামান্য সরকার বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুখ গ্রামে পৌছে দেয়ার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, গ্রামবাসীগণ মনে করেছিল উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে তারা স্বাধীনতার সত্যিকারের সাদ পাবেন।

কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যাচ্ছে এ পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতিকে আরো জটিল করা হচ্ছে। শুধু তেলে মাথায় তেল দেয়া হচ্ছে। যেখানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আনা-গোনার সম্ভাবনা রয়েছে, হচ্ছে যেখানে নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ।

অজ পাড়া গায়ের অবস্থার-সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। টাউট-বাটপার আর প্রভাবশালীদের মুসাহেবী করা ছাড়া কোন কাজ সমাধা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামের সহজ-সরল মানুষের দ্বারা এ সব কিছুতেই সম্ভব হবে না আর তাদের কোন সমস্যারও সমাধান সম্ভব নয়।

সরকারের উক্ত পদ্ধতিকে তাদের নিজেদের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে এই উপজেলা পদ্ধতির অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কিছুই হবে না।

মূল গৃহটির আশু তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্কুলের উত্তর পার্শ্বস্থিত পুরান স্কুলের স্থানে একটি গৃহ নির্মাণ এবং স্কুলের পুরাতন ছাদটির পুনঃসংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী দিনের সুনাগরিক তৈরীর সুযোগ পাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।